161

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 12 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

ভুলে ভরা প্রাকৃতিক ভূগোল?

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক কর্তৃপক্ষ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য যে 'প্রাকৃতিক ভূগোল বই' বাজারজাত করেছে সে সম্পর্কে বলতে হয় বইটিতে ভূ-অভ্যন্তর বর্ণনাকালে ৪ পৃষ্ঠায় ২৬ লাইনে কেন্দ্র মণ্ডলের তাপ ৩০০০°—৫০০০° সে. বলা হয়েছে। কিন্তু ৬ পৃষ্ঠায় ১২তম লাইনে গুরুমণ্ডলের তাপ বলা হয়েছে ১১০০০°—১২০০০° সে. এবং ১৩তম লাইনে ১৯০০০° সে.। এতে বুঝা যায় কেন্দ্রমণ্ডলের উপরে অবস্থিত গুরুমণ্ডলে তাপ বহুগুণে বেশি— এ তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল ও বানোয়াট। কারণ উপরের দিকে তাপ ক্রমশ কম হবে।

বইটির প্রতিটি অনুশীলনীতে যেসব রচনামূলক ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেয়া হয়েছে সেগুলোর উত্তর প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প যা লিখলে ছাত্র-ছাত্রীগণ ৫০%-এর বেশি নম্বর পাবে না এবং কোন ক্ষেত্রে ঐসব উত্তর লিখলে পাসও করতে পারবে না। যেমন ৮ পৃষ্ঠায় ২নং প্রশ্ন; ৩৩ পৃষ্ঠার রচনামূলক প্রশ্নের ১-১৩ পর্যন্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর বইটি হতে লিখলে ১৫ মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই ৫/৬-এর বেশি নম্বর পাবে না। ৩নং লিখনফলে (৩৪৩ পৃষ্ঠায়) মানবজীবনে পর্বত, মালভূমি ও সমভূমির প্রভাব লিখতে হবে বলা হলেও বইটিতে তা নেই। বইটির ৫৬ পৃষ্ঠায় ৩নং রচনামূলক প্রশ্নে প্লেট সঞ্চালন মতবাদের ব্যাখ্যা এবং ৪নং প্রশ্নে ওয়েগনারের মহাদেশীয় সঞ্চারণ, মতবাদটি বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। কিন্তু এই মতবাদ দুটি পাঠ্যসূচি, লিখনফল এবং লেখকের নির্দেশনায় কোথায় দেওয়া নাই তবু তা দেওয়া হয়েছে। এগুলো সাধারণত ডিগ্রি (সম্মান) এবং মাস্টার্স প্রথম পর্বের পাঠ্যসূচির কোথায়ও নেই। এই অংশও অনার্স ও মাস্টার্স প্রথম পর্বে পড়ানো হয়। বইটি ১৪২ পৃষ্ঠা হতে ১৬৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ২৪ পৃষ্ঠাব্যাপী বায়ুর তাপ, তাপ বলয়, তাপের বন্টন, বায়ুর চাপ বলয়, বায়ু প্রবাহ, নিয়ত বায়ু প্রবাহ, সাময়িক বায়ু প্রবাহ, স্থানীয় বায়ু প্রবাহ, ঘূর্ণিঝড়, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। এগুলো সম্পূর্ণ পাঠ্যসূচি বহির্ভূত এবং ১৬৭ পৃষ্ঠায় রচনামূলক প্রশ্নগুলোর মধ্যে ২ হইতে ১০ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পাঠ্যসূচি বহির্ভূত। এ সম্পর্কে পাঠ্যসূচি, লিখনফল এবং লেখকের নির্দেশনায় কোথাও উল্লেখ নেই। জলবায়ু অঞ্চল অধ্যায় (১৬৯-১৭৬ পৃঃ) এর জন্য লিখনফল (১০ নং-এ ৩৪৩ ও ৩৪৪ পৃষ্ঠায় ভূমধ্যসাগরীয় ও নিরক্ষীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য ও মানজীবনে এ দুধরনের জলবায়ুর প্রভাব-এর কথা বলা হয়েছে। এছাড়া লেখকের নির্দেশনায় ৩৭-নং এ ৩৫০ পৃষ্ঠায় উক্ত জলবায়ুদ্বয়ের প্রভাব এবং গুরুত্ব বলা থাকলেও বইটিতে এ সম্পর্কে কিছুই লেখা হয়নি যা পরীক্ষায় থাকতে পারে। যেমন-ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য ও মানবজীবনে এ জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর।

বইটির ১৮৪ পৃষ্ঠার অনুশীলনীতে ২ ও ৩ নং রচনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর বই থেকে লিখলে ১৫ নম্বরের মধ্যে ৫/৬-এর বেশি পাবে না।

বইটির ২০৫ পৃষ্ঠায় অনুশীলনীতে রচনামূলক ১, ২, ৩ এবং ৫নং প্রশ্নগুলো পাঠ্যসূচির সম্পূর্ণ বহির্ভূত। কারণ প্রশান্ত মহাসাগর পাঠ্যসূচিতে নেই। পাঠ্যসূচি এবং লিখনফলে বলা হয়েছে আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরীয় স্রোতে বর্ণনা ও মানব জীবনের ওপর স্রোত দুটির প্রভাব। এক্ষেত্রে সমুদ্র দুটির বিভিন্ন স্রোতের প্রভাব পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করতে হবে। বইটিতে এরূপ লেখা নেই।

উপরোক্ত আলোচনায় বলা যায়, বইটি পাঠ্যসূচি বহির্ভূত অংশে ভরপুর, পাঠ্যসূচি এবং লিখনফলে যা আছে তার বহু কিছু নেই এবং প্রতিটি অনুশীলনীর রচনামূলক প্রশ্ন ও সংক্ষিপ্ত-প্রশ্নোত্তর সঠিক হয়নি এবং তাদের প্রয়োজনীয় উত্তর বইটিতে দেওয়া হয়নি। বইটি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোটেও সঠিক নয়। এখানে উল্লেখ্য, এ বিষয়টি লেখার জন্য অন্যকোন লেখকদের গত বছর বই লেখার সুযোগ দেওয়া হয়নি। সম্ভবত, স্বজনপ্রীতির জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বই লেখার প্রচলন থাকলে কেবল এ বইটির ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। উপরন্তু একই প্রক্রিয়ায় উক্ত লেখকদ্বয়ের দ্বারা নবম/দশম শ্রেণীর ভূগোল বইটি লেখার ফলে সে বইটিও বিভিন্ন ভুল তথ্য ও অসঙ্গতিপূর্ণ বাক্যে ভরপুর।

অতএব, অনতিবিলম্বে বই দুটির ব্যাপক পরিবর্তন করে বাজারজাত করার অনুরোধ করছি।

মোঃ হাবিবুর রহমান
প্রভাষক, পদ্মা কলেজ
দোহার, ঢাকা।